চাওয়া-পাওয়া

সুচিত্রা·উত্তম অভিনীত

টাইম ফিল্মসের প্রথম নিবেদন

চাওয়া-পাওয়া

পরিচালনা : যাত্রিক

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সুরসৃষ্টি : নচিকেতা ঘোষ

আলোকচিত্র-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত। চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা। শব্দগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জি। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শিল্প-নির্দেশ : সুবোধ দাস। ব্যবস্থাপনা : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী। আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য। গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল গুপ্ত। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আবহ-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। পরিচয়-লিখন : পূর্ণেন্দু পত্রী। (স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ। পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত।)

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : বি. ভি. স্টোর্স। শ্রীসুনীল বসু মল্লিক। শ্রীবিমল ঘোষ। শ্রীসোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. ও স্টেনসিল হফম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর. বি. মেহতার তত্বাবধানে পরিস্ফুটিত। গান গুলি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও ধ্রুব রায়চৌধুরী। সুরসৃষ্টি : জানকী দত্ত ও জয়ন্ত শেঠ। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায় ও কেষ্ট চক্রবর্তী। শব্দগ্রহণ : নবীন সেনগুপ্ত ও বিষ্ণু পরিধা। সঙ্গীতানুলিখন : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও আশীষতরু মুখোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশ : ছেদীলাল শর্মা। আলোকসম্পাত : ভবরঞ্জন, অনিল ও কেষ্ট। ব্যবস্থাপনা : পুলিন রূপসজ্জা : অনন্ত দাস ও ভীম নস্কর

পরিবেশক : মিতালী ফিল্ম্‌স্ প্রাইভেট লিঃ

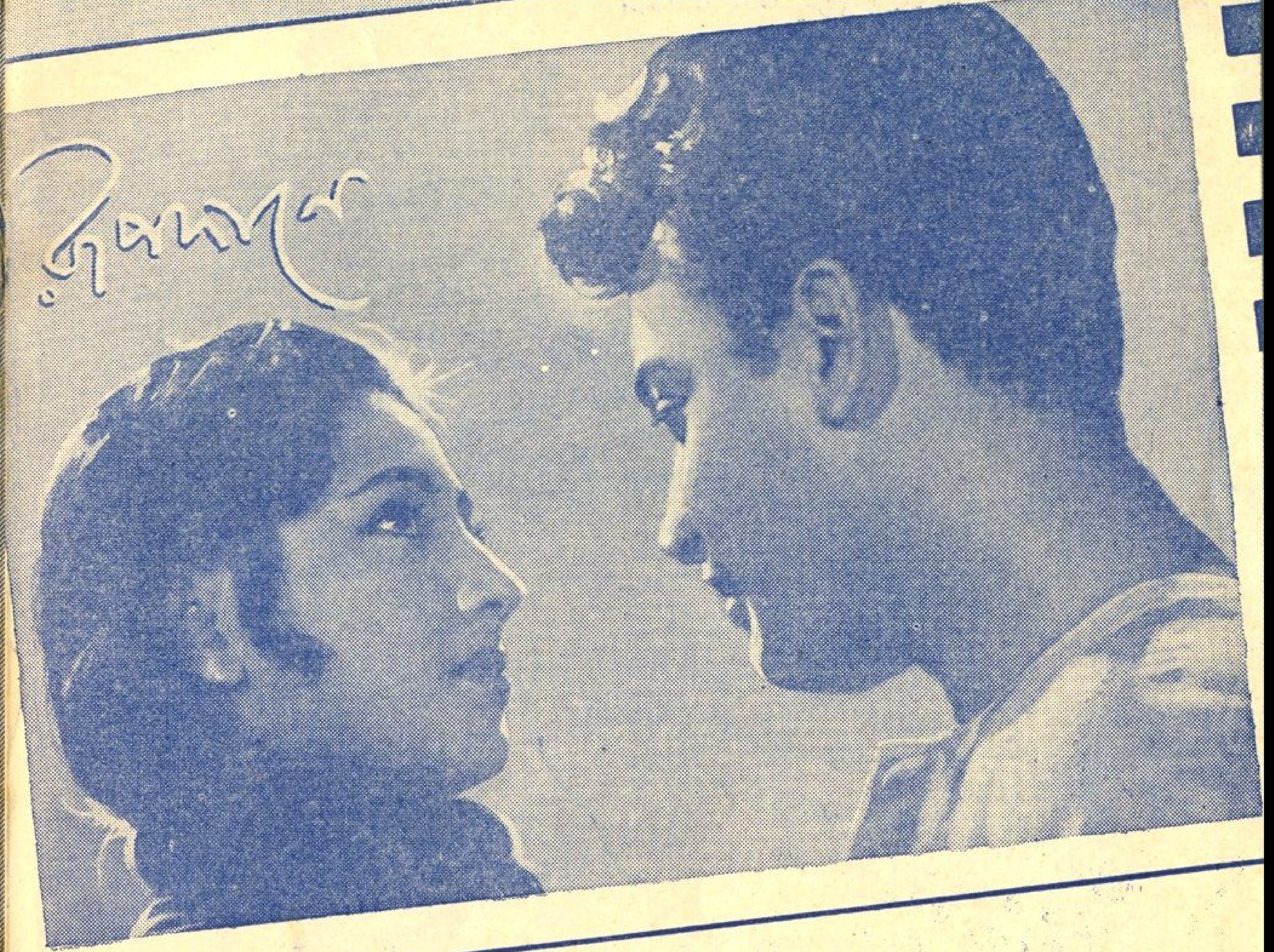

সুচিত্রা সেন
উত্তম কুমার

তৎসহ

ছবি বিশ্বাস

জীবেন বসু। ভারতী দেবী। অমর মল্লিক
তুলসী চক্রঃ। রাজলক্ষ্মী। শুভেন মুখার্জি
অনিল চ্যাটার্জী (অতিথি-শিল্পী)। ধীরাজ দাস
পঞ্চানন। বিশ্বনাথ। ধ্রুব। উজ্জ্বল। চঞ্চল
ভানু ঘোষ। সুধীর বসু। শান্তি ভট্টাচার্য্য। কেষ্ট
সৌমেন। শান্তা দেবী। শ্যামল। অলক। সাধন
শৈলেন। পরিমল। অনিল এবং আরো অনেকে

খবরের কাগজের চাকরীটা বন্ধ হয়ে গেল। রোজ রোজ মালিকের ধমক আর ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয়, যেদিকে দু-চোখ যায়—বেরিয়ে পড়ি।

অবশেষে বেরিয়েই পড়লাম। কিন্তু সেখানেও কি ছাই শান্তি আছে?.. কোত্থেকে এক অদ্ভুত মেয়ে এসে হাজির। সাজ-পোষাক বেশ জমকালো, কিন্তু সঙ্গে টিকিট নেই।... তাকে সাহায্য করতে গিয়ে যা-কিছু টাকা চলে গেল..

না, নেহাৎ জলে বোধহয় নয়। আজ সকালের কাগজে একটি মেয়ের নিরুদ্দেশের খবর বেরিয়েছে... ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার! তবে কি....?

পাটনার একটা সস্তা হোটেল.. মেয়েটির নাম মঞ্জু... আমরা স্বামী-স্ত্রী সেজে আছি.. মেয়েটির মেজাজ ভীষণ তিরিক্ষি... সামলানো শক্ত... কোনরকমে ম্যানেজ করে কলকাতা হাজির করতে পারলেই....

ঘটনাচক্রে পশ্চিমের এক সহরে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসে উঠেছি।..তারা জানে আমি আর মঞ্জু স্বামী-স্ত্রী! নিখুঁত হচ্ছে আমাদের অভিনয়! কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রয়োজনের তুলনায় যেন একটু বেশী নিখুঁত হয়ে পড়ছে..

না!.. একথা আমি স্বীকার করি না যে মঞ্জুকে আমার ভালো লাগে...

মঞ্জুকে বেশী আঘাত দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বড় অভিমানী মেয়ে... কে জানে, কি করতে কি করে বসবে...

ক্ষতি কি, যদি ওকে ডেকে দুটো কথা বলি! দুদিন বৈ তো নয়... তারপর তো জানি-ই, এ খেলা শেষ হয়ে যাবে...

কাল রাতে ঝড় উঠেছিল...

মঞ্জুকে পৌঁছে দিতে হবে তার এক বান্ধবীর বাড়ী... জাহানাবাদে। বান্ধবীর কাছে মঞ্জুর লেখা চিঠিটা পোষ্ট করতে আমিই গিয়েছিলাম। পোষ্ট অফিসে টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা' আওয়াজ শুনতে আমার বেশ লাগছিল!

বান্ধবীর উত্তর এসেছে। কালই আমরা রওনা হব....

যাবার সময় হয়ে এসেছে...

এ পাতায় যে কি লিখব, তাই ভাবছি...

গান

বন্ধু, জেনো এতো খেলা নয়...

এই যে কাছে ডাকা
এই যে বসে থাকা
বন্ধু জেনো এতো
খেলা নয়।
একটু ব্যথা জাগা
একটু ভালো লাগা
মুগ্ধ দুটি চোখে
কথা কয়।
সেই তো ঝরে হাসি
সেই তো শোনে বাঁশী
মোর মন।
এমনি ক্ষণে কেন
হায় গো তুমি যেন
উন্মন।
স্বপ্ন-ফুলভারে
দয় এসে দ্বারে
জেগে রয়।
হয়তো কিছু চাওয়া
হয়তো কিছু পাওয়া
দেয় দোল।
একটি হিয়া ভোলে
একটি কথা তোলে
হিল্লোল।
হয়তো ওগো কারো
রাত্রি হ'ল আরো
মধুময়।

কথা : শ্যামল গুপ্ত

গান

যদি ভাবো, এতো খেলা নয়...

যদি ভাবো, এতো খেলা নয়
ভুল সে তো শুরুতেই।
না ফুটিতে ফুল যদি ঝরে যায়
কাঁদুক শ্রাবণ এই ফাগুনেই।

যদি শোন, হাওয়া কথা বলে
কে জানে সে কার অভিমান
না জ্বলিতে দীপ যদি নিভে যায়
শুরুতেই হোক অবসান।

যদি দেখো নীড় ভেঙে নিতে
আকাশে ঐ আসে ঝড়
মনে ক'রো কোন বালুচরে তুমি
বেঁধেছিলে এই খেলাঘর।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

আমাদের
পরিবেশনায়
আগামী দুটি
অবিস্মরণীয় ছবি

এন এস জি প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

খেলাঘর

শ্রেষ্ঠাংশে উত্তম মালা
অশোককুমার অসিত
চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা অজয় কর
সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
কাহিনী ও চিত্রনাট্য সলীল সেনগুপ্ত

এস এম প্রোডাকসন্স নিবেদিত
উত্তম সাবিত্রী অভিনীত

হাত বাড়ালেই বন্ধু

কাহিনী ও চিত্রনাট্য প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুর নচিকেতা ঘোষ
পরিচালনা সুকুমার দাশগুপ্ত

মিতালী ফিল্মস্
প্রাইভেট লিমিটেড

মিতালী ফিল্মস
প্রাইভেট লিমিটেড
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
অনুশীলন প্রেস
৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট কলিকাতা
হইতে মুদ্রিত